যুগান্তর

তারিখ ... 17 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের কোন্দলে রংপুর মেডিকেল কলেজে ক্লাস বন্ধ

রংপুর অফিস

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে রংপুর মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শক্তির মহড়া দিতে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ অপর গ্রুপের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও কয়েকজন নেতাকর্মীকে আহত করে। এরই প্রতিবাদে ছাত্রলীগের অপর একটি গ্রুপ শনিবার থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জনের ডাক দিয়েছে। গতকাল তারা সকাল সাড়ে ৮টায় কলেজের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এরপর সেখানে অবস্থান করতে থাকে। ফলে কলেজে গতকাল কোন ক্লাস হয়নি। পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদের অভিযোগে জানা গেছে, ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ দুটি গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাসে তাদের শক্তির মহড়া দিতে প্রায়ই কলেজ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। শুক্রবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রংপুর মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ শোক র‌্যালি বের

বন্ধ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

বন্ধ : ক্লাস

করে। র‌্যালিটি কলেজের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ছাত্রাবাস ফাঁকা থাকায় ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ অপর গ্রুপ জিয়াউর রহমান ছাত্রাবাসের ৪০৩ ও ৪০৫ নম্বর কক্ষে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। এ ঘটনায় বাধা দিতে গেলে ৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমান ছাত্রাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা হামলার জন্য মিরাজ ও রিফাত নামে ছাত্রলীগের দুই ক্যাডারকে দায়ী করে। এরপর তাকে জিয়া ছাত্রাবাস ও কলেজ থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানানো হয়। পরে ছাত্রাবাসের সুপার ডা. লেনিন সেখানে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

ওই ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগ একটি গ্রুপের তামিম ও সাধারণ সম্পাদক হিরন হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজে ক্লাস বর্জনের ডাক দেয়। এ নিয়ে শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত কলেজে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

শনিবার সকালে ছাত্রলীগের ক্লাসবর্জন আহ্বানকারী নেতাকর্মীরা কলেজের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সেখানে তারা ঘোষণা করে জিয়া ছাত্রাবাসে হামলাকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন চালিয়ে যাবে। ছাত্রাবাসে হামলার জন্য ক্লাস বর্জনকারী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আজিজুল ইসলামের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। তারা এ ব্যর্থতার জন্য কলেজ অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি জানান। এ সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ক্লাস করতে এসে বাধার মুখে পড়ে।

এ ব্যাপারে রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আজিজুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানান। পরে উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আব্দুর রউফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হোস্টেলে হামলাসহ সার্বিক বিষয়ে কোন পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ তিনি পাননি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

এ পরিস্থিতির মুখে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।